দৈনিক খবর

তারিখ ... 19 JUL 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

পরীক্ষা কেন্দ্রে নৈরাজ্য

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে তেজগাঁও কলেজে এক অপ্রত্যাশিত সন্ত্রাসের ঘটনায় অর্ধশতাধিক এইচএসসি পরীক্ষার্থী আহত হওয়ার যে দুঃসংবাদ পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে তাতে ছাত্র এবং অভিভাবকরাই শুধু নয়, যে কোন বিবেকবান মানুষই উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ, ঐ দিন বিকেলে একটি খাতা নিয়ে তেজগাঁও কলেজের দপ্তরীর সাথে ঢাকা কলেজের একজন পরীক্ষার্থীর তর্ক-বিতর্ক হয়। এই ঘটনার জের হিসেবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই তেজগাঁও কলেজের তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ একদল ছাত্র নাকি প্রথমে পরীক্ষার্থীদের ওপর ইটপাটকেল মারতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা কলেজের প্রধান গেটের কলাপসিবল গেট বন্ধ করে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের রড, হকিস্টিক ও বাঁশ দিয়ে বেদম প্রহার শুরু করে দেয় এবং অনেক ছাত্রকে ধরে কক্ষে ঢুকিয়ে প্রহার করে। হামলাকারীরা কলেজের নির্মাণাধীন ভবনের রড, বাঁশ, ইট ব্যবহার করে বলে জানা যায়। এ অবস্থায় পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার শুরু করে দেন। এলাকাবাসীরা এগিয়ে আসলেও হামলাকারীদের হুমকির মুখে ঘটনাস্থলে তারা যেতে সাহস করেনি। ঘটনার অর্ধঘন্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং কলেজ ক্যাম্পাস হতে পরীক্ষার্থীদের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। আহতদের মধ্যে ১৬ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় বলে প্রকাশ।

কলেজ প্রাঙ্গণে সন্ত্রাসের ঘটনা অহরহই ঘটছে। আজকাল আর এসব ঘটনাকে তেমন গুরুত্বের চোখে দেখা হয় না। অবাঞ্ছিত হলেও এ ধরনের ঘটনাকে সবাই মামুলী বলেই গণ্য করে। তাই এ জাতীয় খবরে ক্ষোভ এবং ঘৃণার উদ্রেক হলেও বিস্ময়ের উদ্রেক হয় বলে মনে হয় না। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার তেজগাঁও কলেজে পরীক্ষার্থীদের ওপর নারকীয় কায়দায় হামলা চালিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে তা যেমন ঘৃণার তেমনি বিস্ময়ের ব্যাপারও বটে। কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে সামান্য খাতার ব্যাপার নিয়ে তর্ক-বিতর্ককে কেন্দ্র করে এমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে তা যেন আমাদের ভাবনারও অতীত।

পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাঞ্ছিত আচরণের ঘটনা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের লোকদের তরফ থেকেই ঘটতে পারে এবং মাঝে মধ্যে ঘটেও থাকে। যদিও কারো বিশেষতঃ পরীক্ষার্থীদের অনাকাংখিত আচরণ পরীক্ষা কেন্দ্রে কাম্য নয়, তবু অসদাচরণের দু'একটি ঘটনা যেমন ঘটে, তেমনি এগুলো দেখার জন্য দায়িত্বশীল লোকও পরীক্ষা কেন্দ্রে থাকে। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকে বলেই আমরা জানি। এই কমিটির লোকদের এমনভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয় যাতে পরীক্ষা গ্রহণের সময় কোন প্রকার বিশৃংখলার উদ্ভব না হয়। অন্যদিকে পরীক্ষা কেন্দ্র এবং এর আশপাশে পরীক্ষা গ্রহণের সময় যাতে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত না হয় সেজন্য পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের পরীক্ষা কেন্দ্রে ডিউটি দেয়া হয়। যে এ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে যায়, সেই এ্যাডমিট কার্ডেও পরীক্ষার্থীদের আচরণবিধি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী থাকে। এসব আচরণবিধি পরীক্ষার্থীরা মানতে বাধ্য। যদি কোন পরীক্ষার্থী সেই আচরণবিধি লংঘন করে তাহলে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দায়ী পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এসব দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলে যদি সঠিকভাবে পালন করেন তাহলে পরীক্ষা কেন্দ্রে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ থাকে না।

আমাদের ধারণা, গত বৃহস্পতিবার তেজগাঁও কলেজ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটেছিলো বলেই হয়তো এরকম অপ্রীতিকর ও নিন্দনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। কোন্ পক্ষের দায়িত্বহীনতার জন্য এমন নারকীয় কান্ড ঘটেছে সে বিষয়ে আমরা কিছু বলতে চাই না। আমরা শুধু এ কথাই বলবো যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সময়মত হস্তক্ষেপ করলে এরকম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি হয়তোবা এড়ানো সম্ভব হতো। আমরা ভেবে বিস্মিত বোধ করছি যে, কেন কলেজ কর্তৃপক্ষ বিরোধের মূল উৎসকে আমল না দিয়ে বা বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা না করে এরকম নির্লিপ্ত থাকতে পারলেন। যদি বলা হয়, তাদের নির্লিপ্ততার সুযোগ নিয়েই হামলাকারীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো তাহলে নিশ্চয়ই তা বাড়িয়ে বলা হবেনা।

তেজগাঁও কলেজ কেন্দ্রে অর্ধশতাধিক পরীক্ষার্থী হামলাকারীদের আক্রমণের শিকার হওয়ায় শুধু পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরাই যে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আহত হয়েছেন তা নয়, এই মর্মান্তিক ঘটনায় সমগ্র জাতির বিবেকই আহত হয়েছে বলা যায়। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে গিয়ে যদি পরীক্ষার্থীদের এভাবে লাঞ্ছিত এবং রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরতে হয়, যদি তারা নিরাপদে পরীক্ষা দিতে না পারে তাহলে ছাত্র-অভিভাবক তথা সকলের জন্যই তা এক চরম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার বিষয়। আজ একটি কলেজে এরকম নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, আগামীতে হয়তো একে একে আরো অনেক কলেজেই ঘটবে। সুতরাং এ বিষয়টিকে হাল্কাভাবে দেখার অবকাশ নেই। আমরা এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করছি এবং আশা করছি যে বা যিনিই এই অপ্রীতিকর ও নিন্দনীয় ঘটনার জন্য দায়ী হোন না কেন, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হোক। পরীক্ষা কেন্দ্রে নৈরাজ্য সৃষ্টির কোন ঘটনাকেই বরদাশত করা যায় না। আগামীতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে।